- স্টোরে বা গুদাম ঘরে সংরক্ষিত পিলেট খাদ্য মেঝেতে না রেখে কাঠের পাটাতনের ওপর রেখে সংরক্ষণ করা ভাল
- সংরক্ষিত পিলেট খাদ্য ২-৩ মাসের মধ্যে ব্যাবহার করে ফেলা উচিত

মাছ আহরণ ও উৎপাদন

আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করলে ৩-৪ মাসের মধ্যে থাই কৈ মাছের ওজন গড়ে ১৫০-২০০ গ্রাম হবে। এ সময়ে জাল টেনে বা পুকুরের সমস্ত পানি শুকিয়ে মাছ ধরার ব্যবস্থা নিতে হবে। আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ৩-৪ মাসে একর প্রতি সর্বমোট ৮-১০ টন উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

থাই কৈ মাছের সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

উচ্চ মজুদ ঘনত্ব ও বদ্ধ জলজ পরিবেশে পরিত্যক্ত খাবার, মাছের বিপাকীয় বর্জ্য ও অন্যান্য আবর্জনা পচনের ফলে পানি দূষিত হলে থাই কৈ মাছের রোগের ঝুঁকি বাড়ে। রোগের ঝুঁকি কমানোর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা উত্তম। নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে রোগের ঝুঁকি কমানো সম্ভব -

- নিরোগ ও সবল মাছের পোনা সংগ্রহ
- খামার ও মাছ চাষের যাবতীয় সরঞ্জাম জীবাণু মুক্তকরণ পারতঃপক্ষে এক খামারের মাছ ধরার জাল অন্য খামারে ব্যবহার না করা
- উচ্চ মজুদ হার পরিহার করা
- পরিমিত ও সুষম খাবার প্রয়োগ
- খামার ও মাছের পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ
- প্রতি ১৫ দিন অন্তর পানির গুণাগুণ যেমন তাপমাত্রা, অক্সিজেন, পিএইচ, অ্যামোনিয়া ও মোট ক্ষারকত্ব নির্ণয় করা আবশ্যক

অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেড়ে গেলে একোয়া-কেমিক্যাল ব্যবহার করে অ্যামোনিয়া দুরীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাধারণতঃ পরিবহণের সময় পোনা আঘাতপ্রাপ্ত হ'লে ক্ষত রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও পালন পুকুরে কৈ মাছের ক্ষত রোগ হতে পারে। চাষী পর্যায়ে এই রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় -

- ক্ষত রোগ দেখা দিলে জীবাণুনাশক হিসেবে কৈ মাছের পুকুরে জিওলাইট ব্যবহার করতে হবে। জিওলাইট ব্যবহার মাত্রা - প্রতি একর পুকুরে (১ মিটার গভীরতা) ১৫ কেজি। একই সাথে এন্টিবায়োটিক হিসাবে ৫ গ্রাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন প্রতি কেজি খাবারের সাথে মিশিয়ে ১০ দিন প্রয়োগ করতে হবে
- পোনা মজুদের পর প্রতি শতাংশে প্রতি ফুট পুকুরের জন্য ২ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়। শীতকালে ক্ষত রোগে আক্রান্ত মাছের জন্য পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি প্রতি শতাংশ পুকুরে ৩ ফুট পানির জন্য ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি লবণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

আয়-ব্যয়ের হিসাব

থাই কৈ মাছ চাষ খুব লাভজনক। এ মাছ করে প্রতি শতাংশ জলাশয় থেকে ৫-৬ মাসে প্রায় আট হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। নিম্নে এক শতাংশ পুকুরে বছরে দুই চক্রে কৈ চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলঃ

সম্ভাব্য ব্যয়ের খাত	টাকা
লিজ মূল্য	৫০০
পুকুর সংস্কার ও প্রস্তুতি	২০০
পোনা ক্রয়	৫০০
সম্পূরক খাদ্য	৪,৮০০
মাছ আহরণ ব্যয়	৫০০
অন্যান্য	১০০
মোট ব্যয়	**৬,৬০০**
সম্ভাব্য আয়	৪০ কেজি X ২ চক্র = ৮০ কেজি X ১৮৫ = ১৪,৮০০
লাভ	**৮,২০০**

তথ্য সূত্র

১। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউট (২০১০) প্রশিক্ষণ মডিউলঃ পুকুরে উন্নত ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা

বিস্তারিত তথ্যের জন্য: ওয়ার্ল্ডফিশ, বাড়ি # ২২/বি, রোড # ৭, ব্লক # এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩, ফোন: ৮৮০-২-৮৮১৩২৫০

Website: www.worldfishcenter.org

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

সিরিয়াল সিস্টেমস্ ইনিসিয়েটিভ ফর সাউথ এশিয়া (সিসা) ইন বাংলাদেশ

উন্নত ব্যবস্থাপনায় পুকুরে থাই কৈ মাছের চাষ

CIMMYT
IRRI
INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE
WorldFish

আমাদের দেশী প্রজাতির ছোট আকারের একটি মাছ কৈ। সবুজ-সোনালী বর্ণের এই মাছ আদিকাল থেকে আমাদের বিলে-ঝিলে সহজেই পাওয়া যেত। দিনে দিনে প্রাকৃতিক জলা-ভুমির পরিমাণ কমে যাওয়ায় দেশী জাতের এই সুস্বাদু মাছটি দুস্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে। চাষের পুকুরে দেশী কই-এর বৃদ্ধি দ্রুত হয় না বিধায় ২০০২ সনে থাইল্যান্ড থেকে একই প্রজাতির দ্রুত বর্ধনশীল জাতের কই মাছ আমাদের দেশের চাষে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিগত ৭-৮ বছর যাবৎ থাই কৈ মাছ বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

থাই কৈ মাছ চাষের গুরুত্ব

- থাই কৈ মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর মাছ
- অন্যান্য মাছের তুলনায় চাহিদা ও বাজারমূল্য বেশি
- এদেশের আবহাওয়ায় চাষ উপযোগী এ মাছ অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায়
- উৎপাদন দেশী কৈ মাছ অপেক্ষা অনেক বেশি
- এরা বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, ফলে জীবন্ত অবস্থায় বাজারজাত করা যায়
- থাই কৈ মাছ আন্তর্জাতিক বাজারেও সমাদৃত একটি মাছ

থাই কৈ মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা

পুকুর নির্বাচন

ছোট বড় সব পুকুরেই থাই কৈ মাছের চাষ করা যায়। তবে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ৪-৬ মাস পানি থাকে এমন ৫-৩০ শতাংশের পুকুর সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

পুকুর প্রস্তুতি

- পুকুরের পাড় মেরামত ও জলজ আগাছা পরিষ্কার করতে হবে
- পুকুর সেচে পানি শুকিয়ে অবাঞ্ছিত মাছ ও প্রাণী দূর করতে হবে। পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে রেটেনন (৪০ গ্রাম/শতাংশ) প্রয়োগ করে রাক্ষুসে মাছ ও অন্যান্য প্রাণী নিধন করতে হবে
- পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ আবশ্যক
- চুন প্রয়োগের ৫ দিন পরে পোনা মজুদের ব্যবস্থা নিতে হবে
- পোনা মজুদের পূর্বে পুকুরের চারদিকে নাইলন নেটের ফেনসিং (fencing) দিতে হবে

মজুদ ঘনত্ব ও পোনা মজুদ

একক চাষের জন্য প্রতি শতাংশে ৬০০-৭০০টি ধানি পোনা মজুদ করা যায়। এজন্য হ্যাচারী থেকে সুস্থ-সবল ধানী পোনা সংগ্রহ করতে হবে। পোনাকে পুকুরের পানির সাথে কন্ডিশনিং করে চাষের পুকুরে মজুদ করতে হবে। ধানি পোনা ১৫-২০ দিন নার্সারি পুকুরে রেখে ১-২ গ্রাম ওজন হলে, বড় মাছগুলো বেছে নিয়ে মজুদ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। নার্সারিতে পালন না করে সরাসরি মজুদের ক্ষেত্রে কিছু পোনা মারা যেতে পারে বিধায় ১৫-২০% বেশি মজুদ করা ভাল।

খাদ্য প্রস্তুত ও প্রয়োগ

মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়ার জন্য কৈ মাছের খাদ্যে কমপক্ষে ৩৫% প্রোটিন থাকা আবশ্যক। ভাল ফলাফল পাওয়ার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে খাবার তৈরি করা যেতে পারে:

উপাদান	পরিমাণ
ফিশমিল	৫০ কেজি
সয়াবিন মিল	১০ কেজি
আটা	১০ কেজি
অটো কুঁড়া	২০ কেজি
খৈল	১০ কেজি
মোট	**১০০ কেজি**

বর্তমানে থাই কৈ মাছের জন্য তুলনামুলকভাবে বেশি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বাজারজাত করা হচ্ছে। মজুদকালীন সময়ের ওপর ভিত্তি করে খাদ্যের প্রকার ও প্রয়োগ হার নিচের ছকে দেখানো হলো:

সময়	খাবারের প্রকার	প্রয়োগহার (% দৈহিক ওজন)
১ম সপ্তাহ	ষ্টার্টার-১	২০%
২য় সপ্তাহ	ষ্টার্টার-১	১৫%
৩য় সপ্তাহ	ষ্টার্টার-১	১০%
৪র্থ সপ্তাহ	ষ্টার্টার-২	১০%
৫ম সপ্তাহ থেকে আহরণ পর্যন্ত	গ্রোয়ার	৫%

- প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর জাল টেনে মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে
- পুকুরে ডুবন্ত ও ভাসমান উভয় ধরণের খাবার প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে ভাসমান খাবরই উত্তম
- পোনা মজুদের পর ৩০ দিন পর পর শতাংশ প্রতি ১৫০ গ্রাম হারে জিওলাইট প্রয়োগ করতে হবে
- মাছ নিয়মিত খাবার খায় কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে মজুদ পুকুরে প্রতি ১৫-২০ দিনে ২০-৩০% পানি পরিবর্তন করা উত্তম
- একটানা মেঘলা অবহাওয়ায় কিংবা অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে অথবা একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে
- যদি পুকুরে ডুবন্ত খাদ্য প্রয়োগ করা হয় তাহলে খাবার প্রয়োগের স্থান ১ ঘন্টা পর পর্যবেক্ষণ করে দেখা উচিত। যদি সেখানে খাবার পাওয়া যায় তা হলে বুঝতে হবে মাছ খাবার খাচ্ছে না অথবা খাবার বেশি দেওয়া হচ্ছে

খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি

- শুকনো পিলেট খাদ্য বায়ুরোধী পলিথিনের বা চটের অথবা কোন মুখ বন্ধ পাত্রে ঠান্ডা ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। মাঝে মাঝে এই খাদ্য পুনরায় রোদে শুকিয়ে নিলে ভাল হয়